নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের হিসাবের পরিচিতি

সরকারী বাণিজিক প্রতিষ্ঠানসমুহের সাধারণ সরকারী হিসাবের সহিত প্রয়োজনবোধে বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে হিসাব রাখা হয়। বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে উৎপাননী, ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-ক্ষতি হিসাব এবং স্থিতিপত্র প্রস্তুত করা হয়। উৎপদনী,ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-ক্ষতি হিসাবসমুহে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্টানের একটি নির্দিষ্ট সময়কালের প্রকৃত কার্যক্রমের ফলাফল প্রতিফলিত হয়। এই জাতীয় হিসাব পরীক্ষার সময় প্রতিষ্ঠানটির যতটুকু লাভ অর্জন করা উচিৎ উহা হইতেছে কিন তাহা নির্ণয় করা প্রধান লক্ষ্যনীয় বিষয়। এই হিসাবের তিনটি সুল বিবেচ্য বিষয় হইতেছে ঃ-

১. স্থূল লাভ অর্থাৎ উৎপাদন ও বিক্রয় ভরচ এবং বিক্রয় মুল্যের পার্থক্য, সাধারণ ব্যয় এবং নীট লাভের জন্য যথেস্ট কিনা?

২. বিক্রয়ের উপর স্থুল লাভ ও নীট লাভের শতকরা হার যথেস্ট এবং স্থিতিশীল কিনা?

৩. প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যয় প্রতিষ্ঠানের আকারের অনুপাতে যথেষ্ট এবং স্থিতিশীল কিনা?

৪. উৎপাদনী,ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-ক্ষতির হিসাব প্রস্তুত হওয়ার পর কোন নিদিষ্ট তারিখে খতিয়ানের অবশিষ্ট হিসাব খাতসমুহের জের এর শ্রেণী বিন্যাস ও সংক্ষিপ্ত সারকে স্থিতিপত্র বলা হয়। “সিংগল একাউন্ট” অথবা “ উভয় পদ্ধতিতেই স্থিতিপত্র প্রস্তুত কর হয। স্থিতিপত্র পরীক্ষাকালে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে বিবেচনা করা হয় ঃ-

ক) স্থায়ী পরিসম্পদ গুলি বৈশিষ্ট্যগত ও মুলের দিক দিয়া ব্যবসায়টির জন্য উপযুক্ত কি না?

খ) ব্যবসায়টিতে স্থাবর পরিসম্পদের বিপুল সংযোগ যুক্তিসংগত কি না?

গ) প্রয়োজনুযায়ী ভান্ডার দ্রব্য রাখা এবঙ অপ্রয়োজনীয় মজুত বৃদ্ধি পরিহার করা হইয়া থাকে কি না?